আমার দেখা জাদুকর গ্রেট কে.লাল

-এম. এ. জলিল
(জাদুশিল্পী)
সিডনী থেকে

বাংলাদেশের নন্দিত কথা সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক নাট্যকার চিত্রশিল্পী চলচ্চিত্রকার বহু গুণে গুণান্বিত এই মহান মানুষটির অপর একটি বিশেষ গুণ ছিল -আর তা হলো হুমায়ূন আহমেদ খুব ভাল ক্লোজআপ ম্যাজিক দেখাতে পারতেন। ক্লোজআপ ম্যাজিকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত। জাদুর উপর নিয়মিত পড়াশুনা করতেন এবং নিয়ম- মাফিক জাদু-চর্চা করতেন। ১৯৬৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান টেলিভিশনে চমকপ্রদ জাদু প্রদর্শন করে তিনি প্রশংসিত হন। বহু গুণে গুণান্বিত এই মহান ব্যক্তিত্ব গত ১৯-০৭- ২০১২ইং মরণ-ব্যাধি ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে আমেরিকাতে মারা যান। তিনি ছিলেন আমার অত্যন্ত কাছের মানুষ। বহুবার তিনি আমাকে একান্ত একান্তে তাঁর বাসায় ম্যাজিক দেখিয়ে মুগ্ধ করেছেন।

দেখেছেন আমার ম্যাজিকও। হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে কেঁদেছে কোটি কোটি মানুষ। তাঁর মৃত্যু শোকে আমিও ছিলাম ব্যথাতুর। সেই শোক কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই খবর পেলাম ভারতের বিখ্যাত জাদুশিল্পী কে. লাল আর নেই। আমার ব্যথার অনলে কে যেন ঘি ঢাললো। গত ২৩/০৯/১২ ইং সকাল ৬.৩০ মিনিটে ভারতের বিখ্যাত জাদুশিল্পী গিরিধারী লাল কান্তি লাল ভোরা (জাদু জগতে যিনি গ্রেট কে. লাল নামেই পরিচিত) পৃথিবীর সব মায়া ও পিছুটান উপেক্ষা করে চলে গেলেন অচিন-পুরে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বৎসর।

বিখ্যাত এই মহান জাদুশিল্পীর জন্ম ১৯২৬ ইং ভারতের সৌরাষ্ট্রে। যখন তাঁর বয়স মাত্র দশ তখন ভারতের বিখ্যাত জাদুশিল্পী মোঃ চেল এর লেখা একটি আর্টিকেল পড়ে তিনি জাদু-শিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হন।

১৯৩৯ সালে চীন দেশের নামকরা জাদুশিল্পী মিঃ চ্যাং ভারতে জাদু প্রদর্শন করতে আসেন। মিঃ চ্যাং এর জাদু দেখে অভিভূত হন গ্রেট কে লাল। তখনই জাদুকর হবার বাসনা চেপে বসে তাঁর উপর। আর এই বাসনা থেকেই জাদুশেখা ও পরবর্তীতে ''মায়াজাল'' এর মায়ায় নিজেই অভিভূত করতে শুরু করেন অন্যদের। ''মায়াজাল'' ব্যানারে তাঁর জাদু প্রদর্শিত হতো। ১৯৫২ সালে তাঁর পেশাদার জাদুশিল্পীর ক্যারিয়ারের শুরু হয়। চষে বেরিয়েছেন ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে তার ''মায়াজাল'' নিয়ে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাদু প্রদর্শন করে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। বয়ে এনেছেন ভারতের জন্য প্রচুর প্রশংসা ও সম্মান। ১৯৬৯ সালে জাপানের (টোকিও) জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন গ্রেট.কে লালকে ''ওয়ার্ল্ড চার্মিং প্রিন্স'' খেতাবে ভূষিত করেন। ১৯৬২ সালের ২৪শে আগস্ট নিউ এ্যামপায়ারে প্রদর্শিত হয় তাঁর জাঁক-জমক-পূর্ণ মায়াজাল। উপস্থিত দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধের মত গ্রেট কে. লাল এর ''মায়াজাল'' এর মায়ায় আবদ্ধ হন। গ্রেট কে. লাল ছিলেন একজন অত্যন্ত বন্ধু-সুলভ ব্যক্তিত্ব। অতি সহজে অন্যের মন জয় করার গোপন মন্ত্রটি ছিল তাঁর অমায়িক ব্যবহার ও রহস্য-ঘেরা মায়াবী হাসি। প্রায় দুই-যুগ আগের কথা। সালটা ছিল ১৯৮৮ইং। ভারত গিয়েছি সার্ক জাদু সম্মেলনে অংশগ্রহণ ও জাদুপ্রাদর্শণের উদ্দেশ্যে। খবর পেলাম কলকাতায় তখন গ্রেট. কে. লাল এর ''মায়াজাল' প্রদর্শনী চলছে।

জাদুশিল্পী গ্রেট কে. লাল এর সাথে আমি ,১৯৮৮ সালে

পাঠকদের জ্ঞাতার্থে লিখছি-কে লাল ও পি.সি সরকার জুনিয়র এর জাদু-প্রদর্শনী কোন হলে শুরু হলে তা একাধারে দুই-তিনমাস চলতো। সম্মেলনের শেষে পরের দিন গ্রেট কে. লাল এর ম্যাজিক শো দেখতে যাবার পরিকল্পনা করি। অনেকটা রথ দেখা ও কলা বেচার মত অবস্থা। পরেরদিন গ্রেট কে. লাল এর ম্যাজিকশো দেখার জন্য চলে গেলাম (সম্ভবত মহাজাতিসদনে)। টিকেট কিনে অপেক্ষা করছি। শো শুরু হতে কিছুটা সময় বাকি। এই অবসর সময় টুকুতে কাজে লাগাতে গ্রেট কে.লাল এর সাথে দেখা করার লোভ জন্মাল আমার মনের সবটা জুড়ে। প্রেক্ষাগৃহের গ্রীণরুমের দরজায় টোকা দিলাম। দরজা খুললেন উনার সহকারী। আমি আমার পরিচয় দিয়ে আমি গ্রেট কে. লাল এর সংগে দেখা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করার সংবাদটি ঐ সহকারী গ্রেট কে.লালকে জানানোর সঙ্গে সঙ্গে উনি চলে এলেন। পরনে হাফহাতা সাদা গেঞ্জি, মেকাপ নিচ্ছিলেন। নিজে পরিচয় দিলাম। উনি খুশী হলেন। জিজ্ঞেস করলেন-টিকেট করেছেন ? আমার উত্তর: জী। গ্রেট কে. লাল তাঁর সহকারীকে বললেন মিঃ জলিলের টিকেট ফেরত দিয়ে উনাকে প্রথম সারিতে বসানোর ব্যবস্থা করে দাও। উনি আমাদের আজকের শোর একজন সম্মানিত অতিথি। তাই হলো। যথাসময়ে শো শুরু হলো। একের পর এক ইলিউওশন দেখিয়ে চললেন গ্রেট কে. লাল। উপস্থিত দর্শকদের সাথে আমিও আনন্দে বিভোর। প্রদর্শনীর এক পর্যায় আমাকে অবাক করে দিয়ে মহান এই শিল্পী আমাকে সসম্মানে মঞ্চে আমন্ত্রণ জানালেন। মঞ্চে ওঠার পর উপস্থিত দর্শকদের সংগে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে দর্শকরা করতালি দিয়ে আমাকে সম্মানিত করলো। আমিও করতালি দিয়ে দর্শকদের করতালির জবাব দিয়ে আত্মতৃপ্ত হলাম এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে গ্রেট কে. লাল এর প্রদর্শিত জাদুর ভূয়সী প্রশংসা করলাম যার প্রাপ্য ছিলেন তিনি। বলার অপেক্ষা রাখে না মাত্র কয়েক মিনিটের পরিচয়ে যে এত আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারে সে যে কত বড় মনের মানুষ, কত বড় একজন মহান শিল্পী। ম্যাজিক শোর শেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে আবারো তার সঙ্গে দেখা করলাম। গ্রেট কে. লাল আন্তরিকতার

সাথে তার বাসায় যেতে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। পরের দিন আমার কাজিন হুমায়ূনকে নিয়ে তার কলকাতার বৌ-বাজারের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। যতক্ষণ ছিলাম জাদু-বিষয়ক আন্তরিক আলোচনা হলো। এ সবই আজ ব্যথাভরা স্মৃতি। ২৩/৯/১২ সকাল ৬.৩০ মিনিটে দিবাকর যখন তার আলোকছটায় ভারতকে আলোকিত করেছে ঠিক একই সময় ভারতের জাদুর আকাশ থেকে যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের পতন ঘটলো । জাদু জগতের এ এক বিশাল ক্ষতি। জাদু জগত হারালো এক প্রতিভাবান মহান শিল্পীকে। এ ক্ষতি অপূরণীয়। এ দুঃখ আমি কোথায় রাখি। আমি তাঁর পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি সমবেদনা ও তার আত্মার চির-শান্তি কামনা করছি।